সেবা শাখা
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: আনন্দবাজার - ২০১৬

আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ (শুক্রবার) গৌরপ্রঙ্গন, শান্তিনিকেতনে বার্ষিক আনন্দবাজার উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বভারতীর কর্মি ও ছাত্রছাত্রীর মধ্যে যারা প্রদর্শনী, অভিনয়, দোকান ইত্যাদি করতে ইচ্ছুক, আগামী **২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ (মঙ্গলবার) বিকেল ৫.০০ টার** মধ্যে যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাছে অবশ্যই জমা দিতে অনুরোধ জানাই। নিয়মাবলী ও আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হ'ল (আবেদনপত্রের প্রতিলিপি গৃহীত হবে)। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, দোকান বন্টনের ক্ষেত্রে সেবা শাখার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

১) শ্রী চিত্তসারথি চক্রবর্তী, পল্লী সংগঠন বিভাগ দপ্তর, শ্রীনিকেতন
২) শ্রী প্রলয় বিশি, গণনা দপ্তর, শান্তিনিকেতন
৩) শ্রী ব্রতীন রায়, জনসংযোগ দপ্তর, শান্তিনিকেতন
৪) শ্রী দিলীপ দাস, কর্মসচিব দপ্তর, শান্তিনিকেতন

(চিত্তসারথি চক্রবর্তী) (প্রলয় বিশি) (ব্রতীন রায়) (দিলীপ দাস)
যুগ্ম-সম্পাদক
সেবা শাখা
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

তারিখ: ১০।০৯।২০১৬

সেবা শাখা

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

আনন্দবাজার - ২০১৬

আবেদনপত্র

দোকানের নাম:	
ভবন/বিভাগের নাম:	
অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের/কর্মিদের নাম:	

আনন্দবাজারে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের/কর্মিদের অঙ্গীকার:

'**প্রস্তাবিত দোকানে সর্বদা নজর** দেওয়ার দায়িত্ব লইয়া আনন্দবাজার চলাকালীন উক্ত দোকানে উপস্থিত থাকিতে সম্মত হইলাম'। তৎসহ-

ক) আনন্দবাজারের সাধারণ নিয়মাবলী মানিয়া চলিব;

খ) দোকানে কোনোরূপ মাইক/টেপরেকর্ডার বাজাইব না;

গ) অবাঞ্ছিত/বিতর্কিত কোনপ্রকার ব্যঙ্গচিত্র দোকানে প্রদর্শন করিব না;

ঘ) আয়-ব্যয়ের হিসাব সমেত লভ্যাংশ সেবা শাখার যুগ্ম-সম্পাদকের অথবা সেবা শাখার সদস্যগনের নিকট আনন্দবাজারের দিন/নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই জমা দিব।

দলপতির পূর্ণ স্বাক্ষর (মোবাইল নং সহ)

ভবন/বিভাগ:

ভারপ্রাপ্ত কর্মি/অধ্যাপকের সম্মতি ও পূর্ণ স্বাক্ষর
(মোবাইল নং ও মেল আইডি. সহ)

সংশ্লিষ্ট ভবনের অধ্যক্ষের অনুমতি স্বাক্ষর
(সিল সহ)

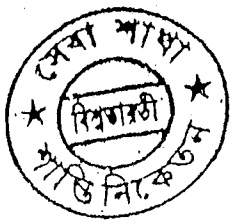

সেবা শাখা ★ বিশ্বভারতী ★ শান্তিনিকেতন

নিয়মাবলী

১) আনন্দবাজার একটি উৎসব কাজেই দোকানপাট, অভিনয়, প্রদর্শনী প্রভৃতি যা কিছু এর অন্তর্গত সে সবই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর ও শোভন করে তুলতে হবে। সর্বত্রই উপযোগী সুরুচি, সুশৃঙ্খল ও শিল্পবোধের পরিচয় থাকা চাই।

২) আনন্দবাজারের উদ্দেশ্য নির্মল আনন্দ ও সমবেত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক জগৎ সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুটা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করা। আর সেই সঙ্গে দরিদ্র সেবার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। এই আনন্দবাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি অঙ্গ।

৩) আনন্দবাজার শিক্ষার অঙ্গ বলেই যারা এতে যোগ দেবেন তাদের সকলের সাধুতা, শিষ্টাচার, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪) খাবারের দোকানগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত সকল প্রকার ব্যবস্থার দৃষ্টান্তস্থল করে তুলতে হবে।

৫) দোকানের (বাইরের) তৈরী খাবার আনন্দবাজারে বিক্রয় করা শোভনীয় নয়।

৬) **আমিষ জাতীয় খাবার আনন্দবাজারে বিক্রয় করা নিষেধ।**

৭) কমপক্ষে ৮ (আট) জন ছাত্র-ছাত্রী মিলে দোকান করতে হবে। এদের সঙ্গে বিশ্বভারতীর ১ (এক) জন করে অধ্যাপক অথবা কর্মী প্রতিটি দোকানের ভারপ্রাপ্ত থাকবেন। দোকান করার জন্য আবেদনপত্রে দলপতির নাম উল্লেখ করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনপত্রে নিজ-নিজ বিভাগের অধ্যক্ষ এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক/কর্মীর অনুমোদন থাকা আবশ্যিক। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক/কর্মীর কাছ থেকেই টাকা-পয়সা ও হিসাবপত্র বুঝে নেওয়া হবে।

৮) এক ব্যক্তি একাধিক স্টলের সাথে যুক্ত থাকতে পারবেন না।

৯) জিনিষপত্রের দাম যাতে অত্যধিক না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১০) দোকানের হিসাব ও মোট লাভের টাকা আনন্দবাজারের দিন, রাত্রি ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত এবং পরের দিন সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত পাঠভবন গ্রন্থাগারের (শমীন্দ্র শিশু পাঠাগার) সামনে অপেক্ষারত সম্পাদক, সেবা শাখার নিকট অবশ্যই জমা দিতে হবে।

১১) বিকেল ৩টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত দোকানগুলি খোলা থাকবে। দোকান খোলা ও বন্ধ করার ব্যাপারে সময়ানুবর্তিতা বিশেষ প্রয়োজন।

১২) বিভিন্ন দোকানের মধ্যে সুরুচি, শৃঙ্খলা ও শিল্পবোধের প্রতিযোগিতা খুবই বাঞ্ছনীয়।

১৩) কোন দোকানেই মাইক/ টেপরেকর্ডার /সিডিপ্লেয়ার ইত্যাদি বাজানো যাবে না। কেন্দ্রীয়ভাবে একমাত্র কর্মী মন্ডলীর মঞ্চে রবীন্দ্র সঙ্গীত কিংবা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাজানো হবে।

১৪) কেবলমাত্র আনন্দবাজারের দিন সকাল ৬:৩০ থেকে দোকান তৈরির কাজ-কর্ম শুরু করা যাবে। আনন্দবাজারের দিন রাত্রি ৯টার মধ্যে প্রাঙ্গন খালি করতে হবে। আনন্দবাজারের আগের দিন, রাত্রিতে দোকান তৈরী সংক্রান্ত কোন রকম কাজ-কর্ম নিষিদ্ধ ও অবৈধ হিসাবে বিবেচিত হবে।

১৫) আনন্দবাজারের দিন গৌড়-প্রাঙ্গন অঞ্চলে সাইকেল নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডে সাইকেল রাখতে হবে।